ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ
২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান)
শ্রেণিতে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

ভর্তি নির্দেশিকা

১। ভর্তি পরীক্ষার ইউনিট ও বিভাগসমূহের তথ্যাবলি:

২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ৫(পাঁচ)টি অনুষদের ৩৩টি বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা মোট ৪টি ইউনিটের (ইউনিট কোড যথাক্রমে A, B, C, D) মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। পোষ্য কোটা ব্যতীত ২৪৩৬ (মূল আসন ২২৭৫ + কোটা ১৬১) জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। বিভিন্ন ইউনিটভুক্ত বিভাগসমূহ এবং আসন সংখ্যা নিম্নরূপ:

ইউনিট কোড	অনুষদ	বিভাগের নাম	আসন সংখ্যা
A	থিওলজি এন্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ	১। আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ	৮০
		২। দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ	৮০
		৩। আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ	৮০
B	মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান	১। অর্থনীতি	৭৫
		২। আরবী ভাষা ও সাহিত্য *১	৮০
		৩। বাংলা	৮০
		৪। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	৮০
		৫। ইংরেজি	১০০
		৬। লোক প্রশাসন	৭৫
		৭। রাষ্ট্রবিজ্ঞান	৭৫
		৮। ফোকলোর স্টাডিজ	৮০
		৯। ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ	৭৫
		১০। সোস্যাল ওয়েলফেয়ার	৭৫
	আইন ও শরীয়াহ্	১১। আইন	৮০
		১২। আল-ফিক্হ এন্ড লিগাল স্টাডিজ *২	৮০
		১৩। ল' এন্ড ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট	৮০
C	ব্যবসায় প্রশাসন	১। হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি	৭৫
		২। ব্যবস্থাপনা	৭৫
		৩। ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং	৭৫
		৪। মার্কেটিং	৭৫
		৫। হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট	৭৫
		৬। ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট	৭৫
D	ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১। ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৫০
		২। ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল	৫০
		৩। কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	৫০
		৪। ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং	৫০
		৫। বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৫০
		৬। ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি	৫০
		৭। গণিত	৫০
		৮। পরিসংখ্যান	৫০
		৯। বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	৫০
		১০। এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এন্ড জিওগ্রাফি	৫০
		১১। ফার্মেসি	৫০

*১ আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ভর্তির শর্ত হিসাবে মাধ্যমিক/সমমান অথবা উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান শ্রেণিতে আরবি/ইসলামিক ষ্টাডিজ থাকতে হবে।

*২ আল-ফিক্হ এন্ড লিগাল ষ্টাডিজ বিভাগের ৮০ টি আসনের মধ্যে ৪০ টি আসনে মাদ্রাসা শিক্ষাধারা (দাখিল/আলিম পাস) হতে এবং বাকি ৪০টি আসনে অন্যান্য শিক্ষাধারা হতে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করা হবে।

13.09.15

২। আবেদনকারীর ন্যূনতম যোগ্যতা:

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ২০১৭ সন অথবা ২০১৮ সনের উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের এবং ২০১২ সন বা তৎপরবর্তীতে মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকবে কেবলমাত্র তারাই উপরোক্ত ইউনিটসমূহে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবে:

ইউনিট	উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান শ্রেণির শিক্ষা শাখা/ধারা	মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার ন্যূনতম জিপিএ (৪র্থ বিষয়সহ)	উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার ন্যূনতম জিপিএ (৪র্থ বিষয়সহ)	উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ (৪র্থ বিষয়সহ)
A	মানবিক	৩.০০	৩.০০	৬.৫০
	ব্যবসায় শিক্ষা	৩.২৫	৩.২৫	৬.৭৫
	বিজ্ঞান	৩.২৫	৩.২৫	৭.০০
	কারিগরি শিক্ষা	৩.২৫	৩.২৫	৬.৭৫
B	মানবিক	৩.০০	৩.০০	৬.৫০
	ব্যবসায় শিক্ষা	৩.২৫	৩.২৫	৬.৭৫
	বিজ্ঞান	৩.২৫	৩.২৫	৭.০০
	কারিগরি শিক্ষা	৩.২৫	৩.২৫	৬.৭৫
C	মানবিক	৩.২৫	৩.২৫	৬.৭৫
	ব্যবসায় শিক্ষা	৩.২৫	৩.২৫	৬.৭৫
	বিজ্ঞান	৩.৫০	৩.৫০	৭.২৫
	কারিগরি শিক্ষা	৩.২৫	৩.২৫	৬.৭৫
D	বিজ্ঞান	৩.৫০	৩.৫০	৭.৫০
	কারিগরি শিক্ষা	৩.৫০ সহ রসায়ন, গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান অবশ্যই পঠিত বিষয় থাকতে হবে।	৩.৫০ সহ রসায়ন, গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান অবশ্যই পঠিত বিষয় থাকতে হবে।	৭.৫০

বি.দ্র.: জিসিই (General Certificate of Education) ও লেভেল (Ordinary Level) পরীক্ষায় কমপক্ষে ২টি বিষয়ে এবং এ লেভেল (Advanced level) পরীক্ষায় ৫টি বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। উভয় লেভেলের ৭টি বিষয়ের মধ্যে ৪টি বিষয়ে কমপক্ষে বি গ্রেড ও ৩টি বিষয়ে সি গ্রেড থাকতে হবে।

৩। ভর্তির জন্য আবেদনের সময়সূচি:

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ হতে ১০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ রাত ১২টা পর্যন্ত।

৪। আবেদন করার প্রক্রিয়া:

আবেদনকারীর ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে উপরোক্ত ইউনিটসমূহে আবেদনকারীকে অনলাইন এ আবেদন করতে হবে। ওয়েবসাইট http://iu.bigmsoft.com অথবা www.iu.ac.bd/admission এ নির্দেশিত ধাপসমূহ অনুসরণ করে আবেদন করতে হবে। ধাপসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) ভর্তির প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী http://iu.bigmsoft.com অথবা www.iu.ac.bd/admission এ পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইটে প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক অনলাইনে আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে Submit করতে হবে। Submit করা শেষে আবেদনকারীকে একটি Application ID নম্বর প্রদান করা হবে এবং পরবর্তীতে এই Application ID নম্বরের অনুকূলে রকেট মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে। একাধিক ইউনিটে আবেদন করতে চাইলে প্রযোজ্য ইউনিটসমূহ সিলেক্ট করতে হবে। একাধিক ইউনিট সিলেক্ট করলে প্রতিটি ইউনিটের জন্য ভিন্ন ভিন্ন Application ID নম্বর প্রদান করা হবে। সি-ইউনিটে আবেদনকারীগণকে অবশ্যই উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান শ্রেণির পঠিত শিক্ষা শাখা/ধারার ঘরটি পূরণ করতে হবে, যেমন পঠিত বিষয়সমূহ একাউন্টিং, ব্যবসায় শিক্ষা, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং অথবা মার্কেটিং থাকলে ব্যবসায় শিক্ষা অথবা Business Studies এর ঘরে টিক দিতে হবে এবং পঠিত বিষয় অন্যান্য (বিজ্ঞান বিষয়, মানবিক বিষয়, ইত্যাদি) হলে Others এর ঘরে টিক দিতে হবে। সি-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা দুইটি গ্রুপে (১) Business Studies গ্রুপ and (২) Others গ্রুপ এ অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) আবেদনপত্র পূরণের সময় প্রার্থীর কানসহ পূর্ণাঙ্গ মুখমণ্ডল দেখা যায় এমন একটি পাসপোর্ট আকারের সম্প্রতি তোলা রঙিন ছবির সফট কপি (jpg Format, ফাইল সাইজ ৮০ কিলো বাইটের নীচে) আপলোড করতে হবে।

(গ) Application ID No. সম্বলিত ডকুমেন্টটি প্রিন্ট করে রাখতে হবে। আবেদন ফি (টাকা) জমা দেওয়া ও ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহের জন্য Application ID No. টি প্রয়োজন হবে।

(ঘ) ডাচ-বাংলা ব্যাংকের রকেট মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিসের মাধ্যমে আবেদন ফি প্রদান পদ্ধতি নিম্নরূপ:

Step-1: যে কোন মোবাইল অপারেটর হতে ডায়াল *৩২২#

Step-2: ১ ডায়াল করে "Payment" অপশন সিলেক্ট করতে হবে।

Step-3: ১ ডায়াল করে "Bill Pay" অপশন সিলেক্ট করতে হবে।

Step-4: Enter Biller ID এর স্থলে '২৬২' টাইপ করতে হবে।

Step-5: Enter Bill Number এর স্থলে অবশ্যই ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত নিজ Application ID টি প্রদান করতে হবে।

Step-6: Enter Amount এর স্থলে A-unit এর জন্য এপ্লিকেশন ফি বাবদ আনুষঙ্গিক সার্ভিস চার্জসহ ৫২৫/= (পাঁচশত পঁচিশ) টাকা, B-unit এর জন্য এপ্লিকেশন ফি বাবদ আনুষঙ্গিক সার্ভিস চার্জসহ ১৫২৫.০০(একহাজার পাঁচশত পঁচিশ) টাকা, C-unit এর জন্য এপ্লিকেশন ফি বাবদ আনুষঙ্গিক সার্ভিস চার্জসহ ৮২৫.০০ (আটশত পঁচিশ) টাকা, এবং D-unit এর জন্য এপ্লিকেশন ফি বাবদ আনুষঙ্গিক সার্ভিস চার্জসহ ১৩২৫.০০(একহাজার তিনশত পঁচিশ) টাকা প্রদান করতে হবে।

Step-7: Enter PIN এর স্থলে Customer এর ডাচ-বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং Account এর PIN নম্বর দিতে হবে।

Step-8: মোবাইল ব্যাংকিং রকেট হতে Payment Confirmation SMS আসবে। এই SMS থেকে প্রাপ্ত Transaction ID (TxnID) প্রবেশপত্র ডাউনলোড করার জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।

(ঙ) প্রবেশপত্র ডাউনলোড: প্রার্থীর প্রবেশপত্র ১৬ অক্টোবর ২০১৮ থেকে ২৮ অক্টোবর ২০১৮ এর মধ্যে http://iu.bigmsoft.com ওয়েবসাইট হতে সংগ্রহ করতে হবে। Application ID No. ব্যবহার করে ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্রটি ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিতে হবে। ভর্তি পরীক্ষার সময় দুই কপি প্রবেশপত্র অবশ্যই সাথে থাকতে হবে।

বি.দ্র.: (১) কেবলমাত্র বোর্ডের ডাটাবেজে সংরক্ষিত নম্বরপত্রে (Academic Transcript) উল্লেখকৃত মোট GPA বিবেচিত হবে।

(২) আবেদনকারী তার মাধ্যমিক/সমমান অথবা উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান ফলাফলে নাম বা অন্যান্য কোন তথ্য সংক্রান্ত ত্রুটির কারণে আবেদন করতে ব্যর্থ হলে প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে যোগাযোগ করে সংশোধনপূর্বক আবেদন করতে হবে। এ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের বিষয়টি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারভুক্ত নয়।

(৩) আবেদন প্রক্রিয়ায় কোন জটিলতা সৃষ্টি হলে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট-এর হেল্পলাইন এর সাহায্য নিয়ে সমাধান করতে হবে।

(৪) যে কোন মোবাইল সংযোগের মাধ্যমে এক/একাধিক আবেদনকারী এক/একাধিক ইউনিটে আবেদন করতে পারবে।

(৫) নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যে কোন সময় অনলাইনে আবেদন করা যাবে।

(৬) অনলাইনে সম্মতি জানিয়ে ভর্তির আবেদন ও আবেদন ফি (টাকা) পাঠালে তা আর প্রত্যাহার করা যাবে না।

(৭) বাংলাদেশে প্রচলিত কিছু কিছু মাধ্যমিক/সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার ফলাফল এর ডেটাবেজ (যেমন জিসিই পরীক্ষা) অন লাইনে পাওয়া যায় না। এ সব ক্ষেত্রে টেকনিকাল কমিটি প্রদত্ত আবেদন ফরম ওয়েবসাইট http://iu.bigmsoft.com হতে ডাউনলোড করে softcopy (by e-mail) and hardcopy (physically) অগ্রনী ব্যাংক ই.বি. শাখা বরাবর প্রজোয্য ফি প্রদান পূর্বক আবেদন ফরম জমা দিয়ে প্রবেশপত্র গ্রহণ করতে হবে।

৫। ভর্তি পরীক্ষা কক্ষে যা আনতে হবে:

(ক) ডাউনলোডকৃত প্রবেশপত্রের ২(দুই) কপি। উভয় কপি পরীক্ষা কক্ষে দায়িত্বরত পরিদর্শক সত্যায়িত করবেন।

(খ) উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্রের ২ (দুই) কপি (ফটোকপি A4 সাইজের অফসেট কাগজে)।

(গ) উপরিউক্ত ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র, উচ্চমাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার প্রবেশপত্রসহ রেজিস্ট্রেশন কার্ডের এক সেট ইউনিট সংরক্ষণ করবে। অপর সেটটি পরীক্ষার্থী সংরক্ষণ করবে।

৬। ভর্তি পরীক্ষার নম্বর নির্ধারণ:

ভর্তি পরীক্ষার সর্বমোট নম্বর/স্কোর ৪০+৬০+২০=১২০ (একশত বিশ)। যা নিম্নরূপ তিনটি ভাগে বিভক্ত:

(ক) জিপিএ স্কোর ৪০: মাধ্যমিক/সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার জিপিএ এর ভিত্তিতে (মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার সর্বোচ্চ জিপিএ ৫.০০ এবং উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার সর্বোচ্চ জিপিএ ৫.০০ মোট ১০.০০ এর ৪ গুণ) সর্বোচ্চ স্কোর ৪০.০০। যেমন কোন প্রার্থীর যদি মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ ৪.৫ এবং উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ ৫.০০ হয় তাহলে তার জিপিএ স্কোর হবে (৪.৫০+৫.০০) × ৪= ৩৮.০০। কোন প্রার্থী যদি উভয় পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ করে পায় তাহলে তার জিপিএ স্কোর হবে (৫.০০+৫.০০) × ৪= ৪০.০০।

(খ) MCQ নম্বর/স্কোর ৬০: ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণত উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান শ্রেণীর পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ৬০ নম্বরের MCQ প্রশ্ন থাকবে যেগুলোর উত্তর OMR sheet এ সঠিক উত্তর বৃত্ত ভরাটের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। MCQ পরীক্ষায় প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ২৫% নম্বর কাটা (মাইনাস) হবে।

(গ) লিখিত পরীক্ষার নম্বর/স্কোর ২০: ২০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর লিখিত আকারে প্রদান করতে হবে।

৭। ইউনিটভুক্ত বিভাগসমূহে ভর্তির জন্য আরোপিত শর্ত এবং বিষয়ভিত্তিক নম্বর/স্কোর বিন্যাস:

(ক) A ইউনিট

বিভাগের নাম	বিভাগ কর্তৃক আরোপিত শর্ত	বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নপত্রের নম্বর বিন্যাস	
১। আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ২। দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ৩। আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ	বিশেষ কোন শর্ত নাই	১। আল-কুরআন ১৫ ২। আল-হাদীস ১৫ ৩। আরবী ১০ ৪। দাওয়াহ ১০ ৫। ইসলামের ইতিহাস ০৫	৬। ইসলামী শিক্ষা ০৫ ৭। আল-ফিকহ ০৫ ৮। বাংলা ০৫ ৯। ইংরেজী ০৫ ১০। সাধারণ জ্ঞান ০৫

(খ) B ইউনিট

বিভাগের নাম	বিভাগ কর্তৃক আরোপিত শর্ত (শুধু MCQ ৬০ নম্বরের জন্য)	বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নপত্রের নম্বর বিন্যাস
১। অর্থনীতি	ইংরেজিতে ন্যূনতম ১০ নম্বর পেতে হবে	MCQ ৬০ নম্বর বাংলা ২৫ ইংরেজি ২৫ সাধারণ জ্ঞান ১০ লিখিত নৈর্ব্যক্তিক ২০ নম্বর উচ্চমাধ্যমিক/সমমান, মাধ্যমিক/সমমান পর্যায়ের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বাংলা, ইংরেজি, জাতীয়/আন্তর্জাতিক/বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে ২০ টি প্রশ্ন থাকবে।
২। আরবী ভাষা ও সাহিত্য	--	
৩। বাংলা	বাংলায় ন্যূনতম ১৫ নম্বর পেতে হবে	
৪। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	--	
৫। ইংরেজি	ইংরেজিতে ন্যূনতম ১৫ নম্বর পেতে হবে	
৬। লোক প্রশাসন	ইংরেজিতে ন্যূনতম ১০ নম্বর পেতে হবে	
৭। রাষ্ট্রবিজ্ঞান	ইংরেজিতে ন্যূনতম ১০ নম্বর পেতে হবে	
৮। ফোকলোর স্টাডিজ	ইংরেজিতে ন্যূনতম ১০ নম্বর পেতে হবে	
৯। ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ	ইংরেজিতে ন্যূনতম ১০ নম্বর পেতে হবে	
১০। সোসাল ওয়েলফেয়ার	ইংরেজিতে ন্যূনতম ১০ নম্বর পেতে হবে	
১১। আইন	ইংরেজিতে ন্যূনতম ১০ নম্বর পেতে হবে	
১২। আল-ফিক্হ এন্ড লিগাল স্টাডিজ	--	
১৩। ল' এন্ড ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট	ইংরেজিতে ন্যূনতম ১০ নম্বর পেতে হবে	

বি.দ্র.: ইংরেজী বিভাগে ভর্তির জন্য মাধ্যমিক/সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান উভয় পরীক্ষায় ইংরেজী বিষয়ে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ থাকতে হবে।

(গ) C ইউনিট

বিভাগের নাম	বিভাগ কর্তৃক আরোপিত শর্ত	বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নপত্রের নম্বর বিন্যাস
১। হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি	MCQ অংশে ইংরেজিতে ন্যূনতম ১২ নম্বর পেতে হবে।	MCQ ৬০ নম্বর (Business Studies Background) ইংরেজি ৩০ হিসাববিজ্ঞান ১৫ ব্যবসায় শিক্ষা ১৫ MCQ ৬০ নম্বর (Others Background) ইংরেজি ৩০ সাধারণ গণিত ১৫ সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা ১৫ লিখিত নৈর্ব্যক্তিক ২০ নম্বর উচ্চমাধ্যমিক/সমমান পর্যায়ের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বাংলা, ইংরেজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সামসাময়িক বিষয়ে সকল Background এর পরীক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজি মাধ্যমে একই রকম ২০টি প্রশ্ন থাকবে।
২। ব্যবস্থাপনা		
৩। ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং		
৪। মার্কেটিং		
৫। হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট		
৬। ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট		

(ঘ) D ইউনিট

বিভাগের নাম	বিভাগ কর্তৃক আরোপিত শর্ত (শুধু MCQ অংশের জন্য)	বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নপত্রের নম্বর বিন্যাস
১। ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	পদার্থ বিজ্ঞান ন্যূনতম ৮ নম্বর পেতে হবে	MCQ ৬০ নম্বর (ক) আবশ্যিক অংশ পদার্থ বিজ্ঞান ২০ রসায়ন ২০ (খ) নির্বাচিত অংশ (যে কোন একটি বিষয়) গণিত ২০ জীববিজ্ঞান ২০ লিখিত নৈর্ব্যক্তিক ২০ নম্বর উচ্চমাধ্যমিক/সমমান শ্রেণির বিজ্ঞান শাখার আবশ্যিক বিষয়সমূহের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ২০ টি প্রশ্ন থাকবে।
২। ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল	রসায়নে ন্যূনতম ৮ নম্বর পেতে হবে	
৩। কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	পদার্থ বিজ্ঞান এবং গণিতে ন্যূনতম ৮ নম্বর করে পেতে হবে	
৪। ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং	পদার্থ বিজ্ঞান ন্যূনতম ৮ নম্বর পেতে হবে	
৫। বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং	--	
৬। ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি	--	
৭। গণিত	গণিতে ন্যূনতম ৮ নম্বর পেতে হবে	
৮। পরিসংখ্যান	গণিতে ন্যূনতম ৮ নম্বর পেতে হবে	
৯। বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	পদার্থ বিজ্ঞানে ন্যূনতম ৮ নম্বর পেতে হবে	
১০। এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এন্ড জিওগ্রাফি	--	
১১। ফার্মেসি	রসায়নে ন্যূনতম ৮ নম্বর পেতে হবে	

বি.দ্র.: (ক) প্রয়োজনে বাংলা এবং ইংরেজি উভয় মাধ্যমে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হবে।

(খ) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, গণিত, এবং পরিসংখ্যান বিভাগসমূহে ভর্তির জন্য উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় গণিত বিষয়ে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ (এ- গ্রেড) থাকতে হবে।

(খ) বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগসমূহে ভর্তির জন্য উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় জীববিজ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ (এ- গ্রেড) থাকতে হবে।

(গ) বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফার্মেসি বিভাগসমূহে ভর্তির জন্য উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় রসায়ন এবং জীববিজ্ঞান বিষয়ে পৃথকভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ (এ- গ্রেড) থাকতে হবে।

(ঘ) এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এন্ড জিওগ্রাফি বিভাগে ভর্তির জন্য উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান বিজ্ঞান শাখা থেকে পাস করতে হবে।

৮। ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যসমূহ:

(ক) ভর্তি পরীক্ষা আগামী ০৪-১১-২০১৮ ইং তারিখ হতে ০৭-১১-২০১৮ ইং তারিখের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষার সময়কাল ১ (এক) ঘন্টা।

(খ) ভর্তি পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি, ভর্তি পরীক্ষার স্থান, আসন বিন্যাস ও ভর্তি সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.iu.ac.bd/admission থেকে অথবা সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিস থেকে প্রার্থীকে নিজ দায়িত্বে জেনে নিতে হবে।

৯। কোটায় ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যসমূহ:

(ক) আসন সংখ্যা: (পোষ্য কোটা ব্যতীত ১৬১ জন)

ক্রমিক নং	কোটার নাম	সংখ্যা	বিভাগীয় শর্ত
০১	মুক্তিযোদ্ধা (মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা, পুত্র/কন্যা পাওয়া না গেলে নাতি-নাতনি)	মূল আসনের ৫% (১১৪ জন)	কোন বিভাগের আসন সংখ্যার ৫% এর বেশি নয়।
০২	বিশেষ কোটা		
	(ক) উপজাতি/ক্ষুদ্র জাতিসত্তা/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি সম্প্রদায়	সর্বোচ্চ ১৫ জন	কোন বিভাগে ১ জনের বেশি নয়।
	(খ) হরিজন-দলিত (অন্ত্যজ) সম্প্রদায়	সর্বোচ্চ ০২ জন	কোন বিভাগে ১ জনের বেশি নয়।
	(গ) শারীরিক প্রতিবন্ধী	সর্বোচ্চ ২০ জন	কোন বিভাগে ১ জনের বেশি নয়।
	(ঘ) খেলোয়াড়	সর্বোচ্চ ১০ জন	বিভাগসমূহের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হবে।
০৩	পোষ্য	শর্ত পূরণ করলে সকলেই	মেধার ভিত্তিতে বিভাগসমূহের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হবে।

(খ) কোটায় ভর্তি প্রক্রিয়া ও শর্তাবলি:

(১) ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য এবং বিভাগীয় শর্ত পূরণ করেছে এমন প্রার্থীগণ ২৪-১১-২০১৮ তারিখ হতে ০২-১২-২০১৮ তারিখের মধ্যে কোটার জন্য নির্ধারিত আবেদন ফি ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা, অগ্রণী ব্যাংক, ই.বি. শাখায় জমাসাপেক্ষে নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দিতে পারবে। উক্ত আবেদন পত্রের সাথে যে কোটায় আবেদন করতে ইচ্ছুক তার প্রমাণপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, সংশ্লিষ্ট ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রাপ্ত নম্বরপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

(২) মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আবেদনকারীদেরকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকার আইডি নম্বর সম্বলিত সনদপত্র অথবা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত সাময়িক/মূল সনদপত্র কোটার আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। সেই সাথে গেজেটেড অফিসার/স্থানীয় সরকার প্রধানের নিকট থেকে সম্পর্কের প্রত্যয়নপত্র, সম্পর্কিত ব্যক্তিগণের জাতীয় পরিচয়পত্র এবং প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সকল সনদপত্রের ফটোকপি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

(৩) উপজাতি/ক্ষুদ্র জাতিসত্তা/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি সম্প্রদায় কোটায় আবেদনকারীদেরকে স্বীকৃত গোত্র প্রধান (যেমন চাকমা রাজা, মং রাজা) কর্তৃক প্রদত্ত সনদ অথবা বাংলাদেশ আদিবাসি ফোরাম কর্তৃক গোত্রের সমর্থনে প্রদত্ত সনদপত্রসহ প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সকল সনদপত্রের ফটোকপি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

(৪) হরিজন-দলিত (অন্ত্যজ) সম্প্রদায় কোটায় আবেদনকারীদেরকে তাদের সম্প্রদায় সংগঠন প্রধানের সনদপত্রসহ প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সকল সনদপত্রের ফটোকপি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

(৫) শারিরীক প্রতিবন্ধী কোটায় আবেদনকারীদেরকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সনদপত্রসহ প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সকল সনদপত্রের ফটোকপি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এই কোটার প্রার্থীদের প্রয়োজনে মেডিক্যাল টেষ্টে অংশগ্রহণ করতে হবে।

(৬) খেলোয়াড় কোটায় আবেদনকারীদেরকে বাংলাদেশ জাতীয় দলের অথবা যে কোন বয়সভিত্তিক জাতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে এমন প্রমাণপত্র অথবা বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় পাস করেছে এমন সনদপত্রসহ প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সকল সনদপত্রের ফটোকপি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এই কোটার প্রার্থীদের প্রয়োজনে ফিল্ড টেষ্টে অংশগ্রহণ করতে হবে।

(৭) শুধু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের পূর্ণ পুত্র-কন্যা পোষ্য হিসেবে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তর প্রধান কর্তৃক পোষ্য সম্পর্কের প্রত্যায়নপত্রসহ প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সকল সনদপত্রের ফটোকপি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

(৮) কোটায় আবেদনের সমর্থনে প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত দলিলাদির যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন। এর পরেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবনের কোন পর্যায়ে দাখিলকৃত দলিলাদি মিথ্যা প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর ছাত্রত্ব বাতিল করা হবে। সে জন্য বিভিন্ন কোটায় ভর্তির সময় ছাত্র/ছাত্রীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত মানের ও নির্ধারিত ছকে নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে কোটার সমর্থনে দাখিলকৃত সনদসমূহের সমর্থনে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।

(৯) শর্তপূরণের অভাবে নির্ধারিত কোটায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রার্থী পাওয়া না গেলে বা আসন শুন্য থাকলে তা অন্য কোন ভাবে পূরণ করার সুযোগ থাকবে না।

(১০) কোটার সুবিধা নিয়ে ভর্তি হওয়া ছাত্র/ছাত্রীগণ কোনক্রমেই বিভাগ পরিবর্তনের জন্য আবেদন করতে পারবে না।

১০। মেধাক্রম নির্ধারণ ও ভর্তির জন্য নির্বাচন পদ্ধতি:

(ক) ৮০ নম্বরের (MCQ এবং লিখিত) ভর্তি পরীক্ষার পাস নম্বর ৪০% অর্থাৎ ৩২। যার মধ্যে ২০ নম্বরের লিখিত নৈর্ব্যক্তিক অংশে কমপক্ষে ৭ নম্বর পেতে হবে। পোষ্য এবং খেলোয়াড় কোটার পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে পাস নম্বর ৩৩% অর্থাৎ ২৬; যার মধ্যে ২০ নম্বরের লিখিত নৈর্ব্যক্তিক অংশে কমপক্ষে ৫ নম্বর পেতে হবে।

(খ) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোর এর সাথে মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জি.পি.এ. স্কোর (এই ভর্তি নির্দেশিকার ক্রমিক ৬ অনুসারে) যোগ করে মেধা ও অপেক্ষমাণ তালিকা প্রস্তুত করা হবে। ভর্তি পরীক্ষার রোল নম্বর ও প্রাপ্ত মোট স্কোর উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট ইউনিটের নোটিশ বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচার করা হবে। একাধিক প্রার্থী একই স্কোর প্রাপ্ত হলে উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় বেশি জি.পি.এ. প্রাপ্ত প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রেও সমান স্কোর হলে অগ্রাধিকার প্রদানের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট ইউনিট কমিটি গ্রহণ করবে।

(গ) প্রত্যেক ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল মেধা তালিকার ভিত্তিতে ২০/১১/২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রকাশ করবে। মেধা তালিকা হতে পর্যায়ক্রমিক বিভাগীয় শর্তপূরণসাপেক্ষে সাক্ষাৎকারের জন্য সময়সূচি ইউনিট নির্ধারণ করবে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে মেধাক্রম অনুযায়ী কোটায় নির্বাচিত প্রার্থীদের ফলাফল সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি প্রকাশ করবে।

(ঙ) বিভাগীয় শর্তপূরণসাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তি প্রার্থীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে চূড়ান্ত ভর্তির প্রাথমিক আবেদন ফরম এবং বিভাগ পছন্দ (Choice Form) ফরম পূরণ করবে। উক্ত ফরমসমূহ প্রিন্ট করে ইউনিটে সাক্ষাৎকারের সময় দাখিল করতে হবে।

(ঙ) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রার্থী বিভাগ পেলে তাকে ইউনিট কমিটি একটি প্রযোজ্য আবাসিক হল নির্ধারণ করে, উক্ত বিভাগে ভর্তির সুপারিশ করে সিলেকশন ফরম প্রদান করবে এবং ইউনিট কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উক্ত ফরমটি সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দিতে হবে।

(চ) কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সাক্ষাৎকার (মেধা, অপেক্ষমাণ এবং বিভাগ পরিবর্তন) গ্রহণ এবং চূড়ান্ত ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সময়সীমা ২৫-১১-২০১৮ তারিখ হতে ৩১-১২-২০১৮ তারিখ। সকল ইউনিট এবং কোটার উপ-কমিটিসমূহ এই সময়সীমার মধ্যে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে তাদের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য তারিখ নির্ধারিত করে দেবেন এবং প্রার্থীগণকে তা যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে। অন্যথায় তাদের চূড়ান্ত ভর্তি প্রক্রিয়া বাতিল করা হবে।

১১। আবাসিক হল এবং সম্পৃক্তা:

(ক) ছাত্রদের জন্য ৫টি এবং ছাত্রীদের জন্য ৩টি আবাসিক হল আছে। ছাত্রদের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, সাদ্দাম হোসেন হল, শহীদ জিয়াউর রহমান হল, লালন শাহ হল এবং শেখ রাসেল হল, এবং ছাত্রীদের জন্য বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, দেশরত্ন শেখ হাসিনা হল ও খালেদা জিয়া হল।

(খ) প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রীকে ইউনিট কমিটি অথবা কোটা উপ-কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন একটি প্রযোজ্য আবাসিক হলের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে।

(গ) আবাসিক এবং অনাবাসিক দু'ভাবেই ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। আবাসিক হলসমূহে প্রয়োজনীয় সিট সংখ্যা প্রাপ্যতাসাপেক্ষে এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণিত নীতিমালার ভিত্তিতে আবাসিক হলসমূহে ছাত্র/ছাত্রীদের সীট বরাদ্দ করা হবে।

১২। চূড়ান্ত ভর্তি ও আনুষঙ্গিক ফি জমাদানের পদ্ধতি:

(ক) ইউনিট কমিটি কোন ছাত্র/ছাত্রীকে নির্ধারিত বিভাগে ভর্তির সুপারিশ করে সিলেকশন ফরম প্রদান করলে উক্ত ছাত্র/ছাত্রীকে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থকে ভর্তির মূল আবেদন ফরম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

(খ) সংগ্রহকৃত মূল আবেদন ফরম ছাত্র/ছাত্রী স্বহস্তে পূরণ করে মূল সনদপত্রসমূহ (মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার সনদপত্র ও নম্বরপত্র, উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার পরীক্ষার সনদপত্র ও নম্বরপত্র, সংশ্লিষ্ট কোটার প্রমানপত্র (শুধুমাত্র কোটায় নির্বাচিত প্রার্থীদের জন্য) এবং সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রশংসাপত্র) এবং উক্ত পত্রসমূহের সত্যায়িত ফটোকপি সংশ্লিষ্ট বিভাগের দপ্তরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে।

(গ) সংশ্লিষ্ট বিভাগের সভাপতি প্রয়োজনীয় মূল সনদপত্রসমূহ পরীক্ষা করে এবং ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্রে সংযোজিত ছবির সাথে ভর্তির মূল আবেদনপত্রে সংযুক্ত ছবি, প্রার্থীর চেহারা ও স্বাক্ষর মিলিয়ে সত্যতা নিশ্চিত হয়ে মূল ভর্তি ফরমে স্বাক্ষর করবেন।

(ঘ) মূল ভর্তি ফরমে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সভাপতির স্বাক্ষরের পর ইউনিট কমিটি/কোটা উপ-কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সংযুক্ত হল প্রাধ্যক্ষের সুপারিশ এবং সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন-এর সুপারিশ নিয়ে উক্ত ফরমটি একাডেমিক শাখায় জমা দিতে হবে।

(ঙ) একাডেমিক শাখায় ভর্তি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কার্যাদি (সনদপত্রসমূহ যাচাই, পে-ইন স্লিপ প্রদান ইত্যাদি) সম্পন্ন করে ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা অগ্রণী ব্যাংক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় প্রেরণ করা হবে এবং উক্ত তালিকার কপি একাডেমিক শাখার নোটিশ বোর্ডেও প্রদর্শন করা হবে। উক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তি ও আনুষঙ্গিক ফি জমা দিয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

(চ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তি ও আনুষঙ্গিক ফি জমা দিতে ব্যর্থ হলে প্রার্থীর ভর্তির অধিকার বাতিল বলে গণ্য হবে।

(ছ) কোন ছাত্র/ছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন একটি বিভাগে ভর্তি হবার পর পরবর্তীতে অন্য কোন বিভাগে ভর্তির সুযোগ পেলে তাকে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সভাপতির মাধ্যমে ৩০০.০০ (তিনশত) টাকা অগ্রণী ব্যাংক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় জমা দেওয়ার রশিদসহ পূর্বে ভর্তি বাতিলের আবেদন উপ-রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) বরাবর দাখিল করতে হবে। উক্ত ভর্তি বাতিলের অনুমতিপ্রাপ্তির পর ভর্তি প্রক্রিয়াসমূহ যথাযথ ভাবে অনুসরন করে নতুন বিভাগে ভর্তি হতে হবে। এক্ষেত্রে পূর্বে প্রদানকৃত ভর্তি ও আনুষঙ্গিক ফি পরের ভর্তি ও আনুষঙ্গিক ফি এর সাথে সমন্বয় করা হবে।

(জ) ভর্তিকৃত কোন ছাত্র/ছাত্রীর ভর্তি তার যে কোন ত্রুটির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাতিল করলে অথবা স্বেচ্ছায় কোন প্রার্থী তার ভর্তি বাতিল করলে উক্ত ছাত্র/ছাত্রীর প্রদেয় ফিসমূহ তাকে ফেরত দেওয়া হবে না।

১৩। শিক্ষার মাধ্যম:

অধীত বিষয়/বিভাগ অনুযায়ী শিক্ষার মাধ্যম বাংলা/ইংরেজী/আরবী হবে।

১৪। ক্লাশ শুরু:

আগামী ১৫-০১-২০১৯ তারিখে ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ ১ম সেমিষ্টারের ক্লাশ শুরু হবে।

১৫। ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ জ্ঞাতব্য:

(ক) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের শিক্ষা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অনুষদের একাডেমিক অর্ডিন্যান্স দ্বারা এবং পরীক্ষাসমূহ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে।

(খ) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আচরণ "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় Code of Conduct of the Students - এর বিধি বিধান দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে।

(গ) ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরবর্তীতে কোন ছাত্র-ছাত্রীর যে কোন সময় ভর্তিসংক্রান্ত যে কোন তথ্য (যেমন সনদপত্র, নম্বরপত্র, প্রশংসাপত্র, প্রমাণপত্র ইত্যাদি) মিথ্যা/জাল প্রমাণিত হলে তার ভর্তি তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে।

এ ছাড়াও ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীগণ সংশ্লিষ্ট ইউনিট, বিভাগ অথবা উপ-রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) এর অফিস থেকে জেনে নিতে পারবে।

বি.দ্র.: ভর্তি সংক্রান্ত নিয়ম-নীতির যে কোন ধারা ও উপধারার পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও পুনঃসংযোজনের অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

১৩.৯.১৮

(এস. এম. আব্দুল লতিফ)
রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া-৭০০৩

১৩.৯.১৮